

66086 - যিনি পরদিন সফর করবেন বধি়য় রোযো না-রাখার নয়িত করছেন; কনিতু পরে সফরে যাওয়া হয়নি

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে রোযো না-রাখার নয়িত করছেন। ফজর হওয়ার পর তিনি তার সফর বাতলি করছেন; কনিতু রোযো ভঙ্গকারী কোন বিষয়ে লিপিত হননি। এক্ষত্রে তার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ক্বুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা এর দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসাফরি রমজানে রোযো ভঙ্গ করতে পারে। তবে তাকে সম সংখ্যক রোযার কায্য করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة : 185)

“আর কটে অসুস্থ থাকলকেথা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

যে ব্যক্তি তার নিজ শহরে অবস্থান করছেন এবং সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করছেন তিনি নিজ শহরে বাড়িঘরের সীমানা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত ‘মুসাফরি’ হিসেবে গণ্য হবেন না। তাই শুধু সফরের নয়িত করলেই মুসাফরিরে অবকাশসমূহ (রোখসত) যমেন- রোযো ভঙ্গ করা, সালাত সংক্ষিপ্ত করা ইত্যাদি গ্রহণ করা হালাল নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসাফরিরে জন্য রোযো ভঙ্গ করা বধৈ করছেন। নিজ শহর অতিক্রম না করা পর্যন্ত কটে ‘মুসাফরি’ বলে গণ্য হবেন না।

ইবনে ক্বুদামাহ‘আল-মুগনী’ (৪/৩৪৭) গ্রন্থে ‘যে ব্যক্তি দিনেরে বেলোয় সফর করনে তিনি রোযো ভঙ্গ করতে পারবেন’ উল্লেখ করার পর বলেছেন: “যখন এটি সাব্যস্ত হল তখন তার জন্য রোযো ভঙ্গ করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়যে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তার শহরে ঘরবাড়ি পছিনে ফলে আসনে। অর্থাৎ আবাসকি এলাকা অতিক্রম করে এর ভবনসমূহ থেকে দূরে চলে আসনে।” তবে হাসান (রহঃ) বলেছেন: “যদেনি তিনি সফর করতে চান সদেনি তিনি চাইলে তার নিজ বাড়তিই রোযো ভঙ্গ করতে পারনে।” একই রকম অভিমিত আত্বা (রহঃ) হতওে বর্ণিত আছে। এ ব্যাপারে ইবনে ইবনে আব্দুল বার্ন (রহঃ) বলেছেন: হাসান (রহঃ) এর বক্তব্যটি বরিল। নিজ শহরে থাকা অবস্থায় রোযো ভঙ্গ করা কারো জন্য জায়যে নয়।



করাস দ্বারা অথবা কুরআন-হাদিসের দলীল দ্বারা এটাকে জায়যে করা যায় না। হাসান (রহঃ) হতে বপিরীতধর্মী বক্তব্যও বর্ণিত আছে।”

এরপর ইবনে ক্বুদামা বলেন: “আল্লাহ তা’আলা বলছেন :

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] (2 البقرة : 185)

“তোমাদের মধ্যে যবে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থিত আছে, সে যবে এতে রোযা পালন করে।” [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫] অর্থাৎ যবে ব্যক্তি شاهدٌ এখান শাহিদে মানবে- (حاضر لم يسافر) যনি উপস্থিত আছে, সফর করেননি। নিজ শহর থেকে ববে না-হওয়া পর্যন্ত তনি মুসাফির হিসাবে গণ্য হববে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তনি নিজ শহরে অবস্থান করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুকমিরে (স্বগৃহে অবস্থানকারীর) হুকুমসমূহ তার উপর বর্তাবে। তাই তনি সালাত সংক্ষিপ্ত করববে না।” সমাপ্ত

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হযছেলি:

এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যনি সফরে নযিযত করছেন এবং অজ্ঞতা বশতঃ নিজ গৃহে থাকতই তনি রোযা ভঙ্গে ফলেছেন, তারপর সফরে ববে হযছেন - তার উপর কাফফারা দযো কি ওয়াজবি?

তনি উত্তরে বলেন : “তার জন্য নিজ বাড়তি রোযা ভঙ্গ করা হারাম। কনিতু তনি যদি সফরে ববে হওয়ার ঠিকি আগ মুহূর্তে রোযা ভঙ্গে থাকবে তাহলে তাকে শুধু রোযা কাযা করতে হবে।” সমাপ্ত [ফাতাওয়াআস-সয়্যাম (পৃঃ১৩৩)]

আশ-শারহুল-মুমত্ববি (৬/২১৮) গ্রন্থে তনি বলছেন :

“রাসূলে সুন্নাহ ও সাহাবীগণ হতে বর্ণিত বাণীসমূহে রয়েছে যে, কটে দিনে বলা সফর করলে রোযা ভঙ্গ করতে পারে। এক্ষত্রে তার নিজ গ্রাম ছড়ে যাওয়া শর্ত কনি? নাকিসফরে দৃঢ় সংকল্প নযি ববে হলেই রোযা ভঙ্গ করতে পারবে?

উত্তর: সলফে সালহীন (সাহাবী, তাবঈ ও তাব-ে-তাবঈ) হতে এ ব্যাপারে দুইটি মত বর্ণিত হযছে। আলমেগণের মধ্যে অনেকে এ মত পোষণ করেন যে, কটে যদি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নযি শুধু বাহনে আরোহণ করা বাকি থাকে, তাহলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়যে। এ ব্যাপারে তাঁরা আনাস রাদয়্যাল্লাহু আনহু হতে উল্লেখ করেন যে, তনি এমনটি করতনে। আপনি যদি আয়াতে কারীমাটি পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে, এ মতটি শুদ্ধ নয়। কারণ সে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত মুসাফির হযনি, তনি এখন পর্যন্ত মুক্বীম (স্বদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি) রযছেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তার জন্য নিজ গ্রামের বাড়ির অতিক্রম না করা পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়যে নয়।

অতএব সঠিক মত হল, সে নিজ এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করবে না। এ কারণে নিজ শহর থেকে ববে না



হওয়া পর্যন্তসালাত সংক্ষিপ্ত করা বধৈ নয়। একই ভাবে নজি এলাকা থেকে বরে না হওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়যে নয়।”সমাপ্ত[সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা পরমির্জতি]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যবে ব্যক্তি রাত থাকতহে সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করছেন তার জন্য রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে দনি শুরু করা জায়যে নয়। বরং তাকে রোযার নযিযত করতে হববে। এরপর দনি শুরু হলে তনি যদি সফর করনে এবং তার নজি গ্রামরে বাড়ঘির অতিক্রম করনে তখন রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য জায়যে হববে।

মোদদা কথা,যবে ব্যক্তি পরদনি সফর করার সদিধান্ত নযিছেন বধিয় রাতবে রোযার নযিত করনে তনি ভুল করছেন। এক্ষেতরে তাকে সেই দিনরে পরবির্তবে কাযা রোযা আদায় করতে হববে। যদি ধরবেও নবেয়া হয় যবে, পরদনি তনি সফর করনে। কারণ তনি রাত থাকতবে রোযার নযিত করনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

(مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه أبو داود (2454) والترمذي (730) وصححه الألباني في صحيح أبي داود)

“যবে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্ববে রোযার নযিযত করনে তার রোযা হববে না।”[হাদসিটি আবু দাউদ (২৪৫৪) ও তরিমযী (৭৩০) বরণনা করছেন এবং আলবানীসহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটিকে সহীহ বলে চহ্নিতি করছেন।]এই ব্যক্তি যদি সফর করতে না পারনে তারউচতি হববে এই মাসরে সম্মানার্থে দনিরে অবশষ্টিটাংশ রোযা ভঙ্গকারী সকল বযিয় (মুফাত্তরাত) থেকে বরিত থাকা। কারণ তনি শরযিত অনুমোদতি ওজর (অজুহাত) ছাড়াই রোযা ভঙ্গ করছেন।[আশ্-শারহ আল-মুমত্বা(৬/২০৯)]

তাই প্রশ্নকারীর উচতি আল্লাহর কাছে আন্তরকিভাবে মাফ চাওয়া এবং তনি যা করছেন তা থেকে তওবা করা এবং সেই দিনরে রোযা কাযা করা।

আল্লাহই সবচয়ে ভালো জাননে।